



ইহুদি” এবং “বনি ইসরায়েল

Smdsujon0099@gmail.com



“ইহুদি” এবং “বনি ইসরায়েল” – দুটি শব্দের অর্থ কি এক? মোটেও না! বরং এটি এমন একটি মারাত্মক ভুল, যা আমরা প্রায় সবাই প্রতিদিন করে যাচ্ছি। কারণ, “ইহুদি” এবং “বনি ইসরায়েল” এই দুটি শব্দের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে।

আজ থেকে প্রায় ৪০০০ বছর আগে ইবরাহিম (আ.) ফিলিস্তিনে (যাকে সে জামানায় কিনআন বলা হতো) প্রথমবার এসে আবাদ হন। সেখানে ইবরাহিম (আ.)-এর দুটি পুত্রসন্তান জন্ম নেয়— ইসমাইল ও ইসহাক। তওরাতে আল্লাহ ইবরাহিম (আ.)-এর দুই ছেলেকে ওয়াদা দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁদের উভয়কে বড় ও মহান জাতি বানাবেন এবং তাঁদের বংশধরদের সংখ্যা হবে প্রচুর। ইসমাইল (আ.) ফিলিস্তিন ছেড়ে আরব দেশের মক্কায় এসে আবাদ হন—এ কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু ইসহাক (আ.) তাঁর বাবার সঙ্গেই ফিলিস্তিনেই থেকে যান।

এরপর ইসহাক (আ.)-এর এক ছেলের নাম ছিল ইয়াকুব, যাঁকে ‘ইসরায়েল’ নামেও জানা যায়। ইয়াকুব (আ.)-এর ১২ জন ছেলে ছিল, যাঁদের নামগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- রিউবেন
- শিমন
- লেবি
- জুডাহ (যেহুদা)
- ইসাকার
- জেবুলুন
- ড্যান
- ন্যাপতালি
- গাদ
- আশের
- জোসেফ (ইউসুফ)
- বেঞ্জামিন

ইয়াকুব (আ.) এই ১২ ছেলের মধ্যে তাঁর পুত্র ইউসুফ (আ.)-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন, যার কারণে বাকি ভাইয়েরা ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি ভীষণ ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিল। এরপর যা ঘটেছিল, তা আমরা সবাই জানি। ইউসুফ (আ.) মিসরের (ইজিপ্ট) উজির বা প্রধানমন্ত্রী হন এবং এর কিছুদিন পরেই সর্বত্র দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় ইউসুফ (আ.) তাঁর ১২ ভাইকে ফিলিস্তিন থেকে এনে মিসরে নিজেদের কাছে আবাদ করেন।

ধীরে ধীরে ইয়াকুব (আ.) তথা ইসরায়েলের এই ১২ ছেলের বংশধররা মিসরের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিকশিত হতে শুরু করে। ব্যবসা-বাণিজ্য, ট্রেড, কৃষি—সবক্ষেত্রেই তারা অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। ঠিক যেমন আজও ইহুদিরা যে দেশেই বসবাস করে, সেখানেই সেখানের সবচেয়ে শক্তিশালী সম্প্রদায় হয়ে ওঠে। মিসরে বনি ইসরায়েলের এই ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ফেরাউন ধীরে ধীরে তাদের ওপর নির্যাতন শুরু করে এবং একসময় সমস্ত বনি ইসরায়েলকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে ফেলে।

কিন্তু ৪০০ বছর পর আল্লাহ এই ১২টি গোত্রের মধ্য থেকেই ‘লেবি’ গোত্রের এক বংশধরকে বেছে নেন, যার নাম ছিল মুসা (আ.)। তিনি বনি ইসরায়েলের ১২টি গোত্রকে ফেরাউনের গোলামি থেকে মুক্ত করেন এবং তাঁদের সবাইকে নিজের সাথে ফিলিস্তিনের দিকে নিয়ে যান। আল্লাহর হুকুমে মুসা (আ.) বনি ইসরায়েলকে ফিলিস্তিন আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু বনি ইসরায়েল জবাব দিল, “আপনি আর আপনার রব গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এদের সাথে লড়তে পারব না!”

তাঁরা এত কঠোর কথা এই কারণে বলেছিল যে, মুসা (আ.)-এর বাহিনীতে সেই সময় বনি ইসরায়েলের যত মানুষ ছিল, তারা সবাই ছোটবেলা থেকেই ফেরাউনের গোলামির মধ্যে বড় হয়েছিল। যার ফলে শুধু তাদের শরীরই নয়, তাদের মানসিকতাও গোলামের মতো হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ তারা একেবারে মেরুদণ্ডহীন এক জাতিতে পরিণত হয়েছিল। এর শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তাদের ৪০ বছর মরুভূমিতে কাটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। ঠিক ৪০ বছরই কেন? কারণ এই ৪০ বছরে বনি ইসরায়েলের সেই পুরোনো প্রজন্ম—যারা ফেরাউনের গোলামির মানসিকতায় বড় হয়েছিল—তারা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং মুসা (আ.)-এর নেতৃত্বে সম্পূর্ণ স্বাধীন মানসিকতা নিয়ে একটি নতুন প্রজন্ম গড়ে ওঠে। আর অবশেষে বনি ইসরায়েলের এই নতুন প্রজন্মই ফিলিস্তিন ও জেরুসালেম জয় করে নেয়।

নবিদের এই সমস্ত গল্প বড় বড় কিতাবে হাজার বছর ধরে চলে আসছে। কিন্তু টিকটকের এই দ্রুতগতির যুগে এত বড় বড় বই গিয়ে আর কে পড়বে, বিশেষ করে বাচ্চারা? এজন্যই ‘হাউস অফ বুকস’ (House of Books) নিয়ে এসেছে দারুণ এক সমাধান—‘প্রফেট সিরিজ’ (Prophet Series)। এতে কোরআন থেকে একদম নির্ভুল ও প্রামাণিক গল্পগুলো অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সহজ ভাষায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই চমৎকার সিরিজটি কিনতে চাইলে ডিসক্রিপশনে লিংক দেওয়া আছে।

মুসা (আ.)-এর ইন্তেকালের পর বনি ইসরায়েল দীর্ঘকাল ফিলিস্তিনেই বসবাস করে। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের আবার সেখান থেকে বিতাড়িত করা হয়। এর পর আল্লাহ বনি ইসরায়েলের ১২

গোত্রের মধ্যে থেকে ‘যেহুদা’ (Judah) গোত্রের বংশধরদের মধ্য থেকে একজন নবিকে বেছে নেন—দাউদ (আ.), যিনি জেরুসালেম আক্রমণ করে এটিকে পুনরায় জয় করেন। আর তাঁর পুত্র সোলায়মান (আ.) এখানে প্রথম পবিত্র মসজিদ তথা টেম্পল নির্মাণ করেন।

এবার বনি ইসরায়েলের সবচেয়ে শক্তিশালী গোত্র হয়ে ওঠে যেহুদার বংশধররা, কারণ সোলায়মান (আ.)-এর মতো বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর বাদশার সম্পর্ক ছিল এই যেহুদা গোত্রের সাথেই। কিন্তু সোলায়মান (আ.)-এর ছেলে রাহোবোয়াম তাঁর বাবার মতো প্রতিভাবান ছিলেন না, যার ফলে ইহুদিদের এই ১২ গোত্রের মধ্যে তীব্র গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। একপর্যায়ে সোলায়মান (আ.)-এর এই মহান সাম্রাজ্য দুই টুকরো হয়ে যায়।

বনি ইসরায়েলের ১০টি গোত্র নিজেদেরকে যেহুদা গোত্র থেকে স্বাধীন ঘোষণা করে এবং একটি নতুন সাম্রাজ্য গড়ে তোলে—‘কিংডম অফ ইসরায়েল’ (Kingdom of Israel)। আর মাত্র দুটি গোত্র—যেহুদা ও বিন্যামিন—তাদের নিজ স্থানেই থেকে যায়। বনি ইসরায়েলের এই অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের সুযোগে আল্লাহ তাদের ওপর আজাব নাজিল করেন ‘নিও-অ্যাসিরিয়ান সাম্রাজ্য’ (Neo-Assyrian Empire)-এর আকারে। তারা সিরিয়া থেকে ফিলিস্তিনে আক্রমণ চালায় এবং ‘কিংডম অফ ইসরায়েল’-এর সেই ১০টি গোত্রকে দখল করে নেয়। বনি ইসরায়েলের সেই সমস্ত রাজ্য পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হয়, যার কারণে বনি ইসরায়েলের ১০টি গোত্র প্রাণ বাঁচাতে ফিলিস্তিন থেকে চারদিকে পালিয়ে যায়।

এরপর অ্যাসিরিয়ান সাম্রাজ্য সোলায়মান (আ.)-এর সাম্রাজ্যের যেহুদা গোত্রের ওপরও আক্রমণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু তারা সেটি জয় করতে পারেনি। এখানে মূল সমস্যা যা দাঁড়াল তা হলো—বনি ইসরায়েলের ১০টি গোত্র ফিলিস্তিন ছেড়ে পালিয়ে গেল এবং তাদের অনেকেই ফোরাত (Euphrates) নদীর পূর্বে গিয়ে আবাদ হলো। ধীরে ধীরে তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ বদলে গেল।

দুনিয়ায় বনি ইসরায়েলের পুরোনো ধর্মের ওপর কেবল দুটি গোত্রই বাকি রইল—যেহুদা এবং বিন্যামিনের গোত্র। তবে এদের ওপর ক্ষমতা বা শাসন ছিল যেহুদা গোত্রেরই, যার ফলে এই দুটি গোত্রের পরিচিতি ‘যেহুদা’ নামে ছড়িয়ে পড়ে। আর আজ পর্যন্ত এই যেহুদা গোত্রটির নামানুসারেই আমরা এই সবাইকে ‘ইহুদি’ বলে ডেকে থাকি এবং তাদের ‘ইহুদি’ বলেই ডাকা উচিত। কারণ আজ পৃথিবীতে যত ইহুদি রয়েছে, তাঁরা বনি ইসরায়েলের মাত্র একটি ছোট অংশ—মাত্র দুটি গোত্রের বংশধর। বাকি ১০টি গোত্র সেই অঞ্চল ছেড়ে বহু আগেই চলে গেছে।

এখন কথা হলো, যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর অনেক গোত্রই এই দাবি করেছে যে তাদের সম্পর্ক বনি ইসরায়েলের সেই হারিয়ে যাওয়া ১০টি গোত্রের সাথেই। কিন্তু পৃথিবীতে এমন একটি জাতি রয়েছে, যাদের এই দাবির পক্ষে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি ও ওজন রয়েছে এবং খোদ অনেক ইহুদিও যাদের বনি ইসরায়েলের অংশ বলে মনে করেন—আর তারা হলো পাঠান (পশতুন)!

আজ থেকে ৪০০ বছর আগে মুঘল সাম্রাজ্যের বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে প্রথম এই বিষয়টি সামনে আসে যে পশতুন গোত্রটি মূলত বনি ইসরায়েলেরই একটি অংশ। এমনকি ইহুদিদের

কিতাবেও এটি লেখা আছে যে বনি ইসরায়েলের ১০টি গোত্রের বহু মানুষ ফোরাত নদীর পূর্বে গিয়ে বসবাস শুরু করেছিল। অনেক ইহুদি স্কলার বা গবেষকও এটি স্বীকার করেন যে পশতুন গোত্রগুলোর জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি ('পশতুনওয়ালি') ইহুদিদের সাথে বেশ মিলে যায়। তবে এই বিষয়টি এখনো বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয়। এই নিয়ে ইনশাআল্লাহ একটি পূর্ণাঙ্গ ভিডিও তৈরি করা হবে, তাই চ্যানেলটি সাবস্কাইব করে রাখুন।

বনি ইসরায়েলের ১০টি গোত্র হারিয়ে যাওয়ার পর কেবল দুটি গোত্র অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু তাদের শাসনও খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। কারণ ফিলিস্তিনের নিকটেই ইরাকে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, যার বাদশাহ বখতে নসর (Nebuchadnezzar) ফিলিস্তিনে আক্রমণ করে ইহুদিদের ক্ষমতা ধ্বংস করে দেন এবং সমস্ত এলাকা মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। সেখান থেকে সব ইহুদিদের বন্দি করে তিনি নিজের রাজধানীতে নিয়ে যান। বখতে নসর সেই পবিত্র টেম্পলটিও ধ্বংস করে দেন, যা সোলায়মান (আ.) নির্মাণ করেছিলেন।

তবে এর প্রায় ৭০ বছর পর ইরানের এক মহান ও দয়ালু বাদশাহ ইহুদিদের গোলামি থেকে মুক্ত করে ফিলিস্তিনে ফিরিয়ে আনেন এবং সোলায়মান (আ.)-এর তৈরি সেই টেম্পলটি পুনরায় নির্মাণ করেন। কিন্তু এরও প্রায় ৬০০ বছর পর রোমান সাম্রাজ্য আরও একবার সেই টেম্পলটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয় এবং আজ পর্যন্ত সেই টেম্পলটি আর পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি।

আজ ওই টেম্পলের কেবল একটি দেওয়াল অবশিষ্টাংশ হিসেবে টিকে আছে, যেখানে ইবাদত করার জন্য সারা পৃথিবী থেকে ইহুদিরা ছুটে আসেন। এই দেওয়ালটি ইহুদিদের কাছে ঠিক তেমনই পবিত্র, যেমনটি মুসলিমদের কাছে কাবা শরিফ।

কিন্তু প্রশ্ন হলো—এত অর্থকড়ি ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইহুদিরা আজ কেন সেই টেম্পলটি পুনরায় তৈরি করছে না?

এর কারণ হলো, ইহুদিদের বিশ্বাস যে খুব শীঘ্রই তাদের একজন 'মসিহ' (ত্রাতা) আসবেন, যিনি সমগ্র বনি ইসরায়েলকে পুনরায় ফিলিস্তিনে একত্রিত করবেন। এমনকি হারিয়ে যাওয়া সেই ১০টি গোত্র—যাদের অনেকে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছে—তাদের সকলেও জেরুসালেম বা ফিলিস্তিনে পুনরায় একত্র করবেন এবং সেখান থেকে সোলায়মান (আ.)-এর আমলের মতো আবারও একটি 'সংযুক্ত ইসরায়েল রাজ্য' (United Kingdom of Israel) প্রতিষ্ঠা করবেন। আর সেই মসিহ এসে তৃতীয় ও শেষবারের মতো সেই টেম্পলটি নির্মাণ করবেন, যা প্রথমে সোলায়মান (আ.) এবং পরে সাইরাস দ্য গ্রেট (করুশ) নির্মাণ করেছিলেন।

আর এই কারণেই আজ এত অর্থ এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইহুদিরা নিজেদের হাতে সেই টেম্পলটি পুনরায় বানাচ্ছে না। তারা গত ২০০০ বছর ধরে সেই মসিহ এবং বনি ইসরায়েলের ১০টি হারিয়ে যাওয়া গোত্রের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় রয়েছে।